দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 APR 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান বরাদ্দে অনিয়মের পরিণতি

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আগামী মাসের বেতনপ্রাপ্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নতুন করে বরাদ্দ দেয়া হলে তাদের বেতন হবে, নচেৎ নয়। ১৯৯৫-৯৬ সালের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ইতোমধ্যেই ব্যয় হয়ে গিয়েছে। চলতি অর্থবছরে তাদের জন্য বরাদ্দ ৬২৭ কোটি টাকা, তাতে টান পড়ল কেন? এ প্রশ্নের জবাব কি? তার উত্তরে বলা যায় যে, নতুন করে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদানের টাকা হতে দেয়া হয়েছে। আর কথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুদান পাওয়ার নীতিমালা মেনে চলা হয়নি।

খবরে বলা হয়েছে, বিএনপি সরকারের মন্ত্রী ও এমপিরা প্রভাব খাটিয়ে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুদানের টাকা দিয়েছেন। অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের সংখ্যা ছিল পূর্ববর্তী বছরে ১৭,৪৭১টি, চলতি অর্থবছরে আরও নতুন কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বরাদ্দ থেকে অর্থ দেয়ার কারণে এই ঘাটতি পড়েছে। চলতি বছরে মোট ১৮,৩০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদানের টাকা দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ৮২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান দেয়া হয়েছে।

বিএনপি কিভাবে প্রশাসন দলীয়করণ করেছে এবং নিয়মনীতি বহির্ভূতভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করেছে তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদানের উপরোক্ত চিত্র থেকে স্পষ্ট হয়েছে।

যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ১৯৯৫-৯৬ সালে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তার বাইরে কয়েকশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তী সময়ে অনুদানপ্রাপ্ত তালিকায় নিয়ে আসা হল। তার একটাই কারণ জানা গেছে, তাহল মন্ত্রী ও এমপিরা তাদের প্রভাবপুষ্ট এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাব খাটিয়ে অনুদানপ্রাপ্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। তারা যদি বরাদ্দ চূড়ান্ত করার আগে কাজটা করতেন তা হলে আর্থিক বছরশেষে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মঞ্জুরিকৃত বরাদ্দ অর্থে টান পড়ত না।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান দেয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের অবাঞ্ছিত প্রভাব খাটানোর ফলে দেখা গেছে যেসব স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা ৮/১০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলো কোন অনুদান পায়নি। পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুদানপ্রাপ্তির যোগ্য হিসেবে তালিকা ভুক্ত করা হয়নি। তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেশ কিছু আবেদন চিঠিপত্র কলামে ছাপা হয়েছে; কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেনি। ব্যাপারটি তাই অস্পষ্ট থেকে গেছে। এখন দেখা গেল মুখ চেয়ে নিয়মনীতি বহির্ভূতভাবে অনুদান বরাদ্দ করার ফলেই অনেক পুরনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ পায়নি। তদুপরি বরাদ্দ চূড়ান্ত করার পরও কিছুসংখ্যক স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসাকে অর্থ অনুদান হিসেবে দেয়া হয়েছে। বিএনপি সরকারের পতনের পর ব্যাপারটা জানা গেল।

বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলো বছর দেড়েক আগে অনুদান বাড়িয়ে দেয়ার কথা বলেছে। তখন তারা এক পর্যায়ে ধর্মঘট করে। সরকার তখন তাদের বেতনের শতকরা ৮০ ভাগ অনুদান দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার শিক্ষা খাতে সর্বকালের রেকর্ড পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে বলে দাবি করেছে। চলতি অর্থবছরে সরকার শিক্ষা খাতে ২১৪৪ কোটি ৪৮ লাখ টাকার ওপর বরাদ্দ করেছিল। এখন দেখা গেল অনিয়মের কারণে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আগামী মাসে বেতন পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। নতুন করে অতিরিক্ত অর্থবরাদ্দ করা না হলে তাদের পরবর্তী দু'মাসে বেতন পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াবে। তাদের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এ অতিরিক্ত বরাদ্দ কোন্ খাত থেকে আসবে তা বলা হয়নি।

খবরটি নিঃসন্দেহেই উদ্বেগজনক। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি পদক্ষেপ নেবেন, তা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

এখানে আরও একটা কথা বলা প্রয়োজন। বরাদ্দ টাকা দেয়ার ব্যাপারে প্রভাব খাটানো তথা নিয়মনীতি বহির্ভূতভাবে অনুদানের বিষয়ে সরকারের অর্থ বিভাগ নিশ্চুপ ছিল। শিক্ষামন্ত্রী সাহেবও কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেননি। বিভিন্ন সময়ে দলীয়করণের অভিযোগ, প্রভাব খাটানোর যে কথাবার্তা শোনা গেছে, তা উন্নয়নে ঈর্ষান্বিত কোন মহলের ভুয়া অভিযোগ নয়। সরকারকে সমালোচনা করলেই তারা বিরোধীদের মুখ চাপা দেয়ার চেষ্টা করতে চেয়েছে এই বলে 'আমাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিরোধীরা ঈর্ষান্বিত হয়ে এসব রটাচ্ছে।' এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে বরাদ্দ অর্থ শেষ হওয়ার যে কারণ দেখানো হয়েছে সে সম্পর্কে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী কি মুখ খুলবেন?